সংবাদ

তারিখ 09 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

৪

উচ্চশিক্ষার অচলাবস্থায় বাংলাদেশ

অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম

উচ্চশিক্ষা যেন সোনার হরিণ, অতি মেধাবী বা বিত্তশালী না হলে কেউ তার ধারেকাছেও যেতে পারে না। এইচএসসি পাসের পর শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উচ্চশিক্ষার উপদেশদাতা, দিকনির্দেশনা, বিধিবিধান প্রণয়নে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনিয়ম পর্যবেক্ষণে, ভৌত কাঠামো উন্নয়নে, আয়ন-ব্যয়নে ইত্যাদি বহুবিধ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কমিশনের রিপোর্ট-২০০৭ থেকে জানা যায়, মাত্র শতকরা ৪ ভাগের একটু বেশি শিক্ষার্থী এইচএসসি পাসের পর উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। হতভাগা অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের ভাগ্যে কি ঘটে আর কেনই-বা উচ্চশিক্ষায় তারা পা রাখতে পারে না এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন নয় কী? আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে ১১.৯%, মালয়েশিয়ায় ২৯.৩% এবং থাইল্যান্ডে ৩৭.৩% শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি আনতে ও দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতা পেতে হলে উচ্চ শিক্ষার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সুদৃষ্টি প্রসারিত করা প্রয়োজন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি ৬১টি ডিগ্রি কলেজে অনার্স কোর্সের জন্য রয়েছে ৫৫ হাজার আসন এবং ৮০ হাজার আসন পাস কোর্সের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ হতে দু'বছরের ডিগ্রি কোর্সের বদলে তিন বছরমেয়াদি ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়েছে ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশনের আলোকে। একই শিক্ষা বর্ষ হতে অনার্স কোর্সটিকে তিন বছর মেয়াদের পরিবর্তে চার বছরমেয়াদি করে সিলেবাস ও পাঠ্যসূচি নতুন আঙ্গিকে প্রণয়ন করে কোর্সের ভিত করা হয়েছে মজবুত, যুগোপযোগী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দুই বছরমেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স চালু রয়েছে ৫৯টি সরকারি ও বেসরকারি কলেজে। এসব কলেজে ৩১ হাজার আসনে কাম্যসংখ্যক শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া যায় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার অধিভুক্ত কলেজগুলোর অনার্স, মাস্টার্স, পাস কোর্স, বিএড, এমএড ডিগ্রিগুলোর সিলেবাস প্রণয়ন, শিক্ষার্থী ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা গ্রহণ, মূল্যায়ন, ফল প্রকাশ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, সার্টিফিকেট প্রদান, শিক্ষক নিয়োগ অনুমোদন, পরিচালনা পরিষদ অনুমোদন ইত্যাদি কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি দেশব্যাপী প্রসারিত। অধিভুক্ত প্রতিটি কলেজেই হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। উচ্চশিক্ষার আলো গাঁও-গেরামের দরিদ্রদের গৃহকোণে পৌঁছে দিয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মা-বাবারা অতি সহজেই গ্রামের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা কলেজে তাদের সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার সুযোগ পাচ্ছে। তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রিটি কতটুকু সমৃদ্ধশীল তা প্রশ্নবিদ্ধ। তারপরও বলব ঘরের ভাত খেয়ে স্বল্প ব্যয়ে, শ্যামল মাটিতে পদচারণা করে গরিবের সন্তানটি উচ্চশিক্ষার স্বাদ গ্রহণ করেছে- এটাই কম প্রত্যাশার নয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা সিলেবাস অনুযায়ী পড়াতে পারেন, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বা খাতা মূল্যায়নে পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ নেই তাদের হাতে। অপরপক্ষে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যিনি পড়ান তিনিই প্রশ্ন ও খাতা মূল্যায়ন করেন বিধায় ফলাফল প্রকাশে পক্ষপাতিত্ব করার সম্ভাবনাটির দ্বার উন্মুক্ত থাকে। তবে বিবেকহীন শিক্ষক ছাড়া সচরাচর এমনটি কেউ করেন বলে জাতি প্রত্যাশা করে না। বাতাসে উড়ন্ত কিছু কথা আমাদের মর্মাহত ও হতাশাগ্রস্ত করে। যেমন স্বার্থান্বেষী কতিপয় শিক্ষক মেয়ের জামাই বা পুত্রবধূ করার টার্গেট নির্ধারণ করে প্রথম বর্ষেই নম্র-ভদ্র শিক্ষার্থীকে পছন্দের আসনে স্থান করে দেয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সুদৃষ্টির কারণে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর ভাগ্য খুলে যায়। ভাল ফলাফল প্রাপ্তিই নয়, হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই যদি হয় স্বজনপ্রীতির কায়দা-কানুন তাহলে মেধার বিকাশ ঘটবে কীভাবে? অনার্স বা মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কোন কোন শিক্ষকের পায়ে ও মাথায় কল্পনাতীতভাবে তেল মালিশ করতে হয় শিক্ষার্থীকে। যারা বিবেকজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে এই কর্মটি করতে পারে না তারা চরম মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও কাম্য ফলাফল অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। শিক্ষার উঁচু পৃষ্ঠাটি এমনতর হওয়া আদৌ কী কাম্য?

উচ্চস্তরের সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে। নামসর্বস্ব সাইনবোর্ড নিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা রয়েছে ১১ হাজারের মতো। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট নেই। হরতাল বা ছাত্ররাজনীতির কারণে একাধারে দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে ছন্দপতন ঘটে না। মারামারি বা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা থাকে কম। এলিট শ্রেণীর সন্তানরা এসি ঘরে বসে আরাম-আয়েশে করতে পারে বিদ্যাচর্চা। সাধারণ মানুষের কল্পনা ও সাধ্যের অধিক অর্থ ব্যয় করে ধনীর রাজসন্তানরাই শিক্ষা গ্রহণ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকে অনেকেই নাকি অর্থের বিনিময়ে কিনে নেয় কাগুজে সার্টিফিকেট। অতঃপর বাবার ব্যবসায়ের এমডি ডাইরেক্টর হয়ে পদমর্যাদার বদৌলতে ছড়িয়ে দেয় খ্যাতির বাহার। হাতেগোনা কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মেধা ও সফলতার গুণে কুড়িয়েছে সুনাম। আবার এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে বিদেশের মাটিতে অদের শাখা-প্রশাখা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশে বলা হয়েছে, উচ্চ স্তরের সাধারণ শিক্ষাকে কাম্য পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে আর অন্তত পক্ষে ২৮টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপ করা প্রয়োজন।

সাধারণ উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি প্রকৌশ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি বিআইটি, বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশ বিশ্ববিদ্যালয় ও সম্প্রতি বেসরকারিভাবে স্থাপি প্রকৌশল ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি বহুবিধ প্রতিষ্ঠা বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রকৌশল বিষ উচ্চশিক্ষা বিস্তার করে যাচ্ছে। প্রকৌশল শিক্ষ সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুয়েটে ৮৮৬ আসনে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তি পরীক্ষায় চলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কৃষি বিজ্ঞান, পশু চিকিৎসা, মৎ শিক্ষার পসরা সাজিয়ে রেখেছে ঢাকায় ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বেসরকা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকিনিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলো ৫ হাজার আসন রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে চও হারে ব্যয়ভার বহন করতে হয় বিধায় বিত্তব পিতা-মাতার সন্তানরাই পড়ে। ১৪টি সরকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চশি গ্রহণ করতে ২ হাজার ৬০টি আসনে শিক্ষা ভর্তি হতে পারে। ব্যয়বহুল হলেও বেশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠে চিকিৎসা বিদ্যার প্রসার ঘটাতে। এছাড়া সরক ও বেসরকারি ডেন্টাল মহাবিদ্যালয় রয়ে দাঁতের চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা প্রদ নিয়োজিত। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। বিএড এমএড ডিগ্রি প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শি প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়।

বর্তমান চাহিদা ও সুপার ইনফরমেশনের যু বিশ্ব শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমতা রক্ষা কর গিয়ে শিক্ষার উচ্চ স্তরে সংযোজন করা হচ্ছে প্রতিনিয়তই নতুন শাখা-প্রশাখা ও ধ্যানধারণ পোস্ট গ্রাজুয়েট, এফসিপিএস, এমএ ডক্টরেটসহ গবেষণা ধর্মী শিক্ষার সুযোগ রয়ে উচ্চশিক্ষা স্তরে। সঙ্গীত শিক্ষা, আইন শিক্ষ লাইব্রেরি বিজ্ঞান, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযু শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য রয়েছে বিষয়ভিত্তি কলেজ। এমনকি অন্ধ, বিকলাঙ্গ, প্রতিব ইত্যাদি ডিসঅর্ডার শিক্ষার্থীদের জন্য রয়ে উচ্চশিক্ষার সুব্যবস্থা। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষি করার দায়িত্বে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা অব রেখে যাচ্ছে।

তবে সব শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারই সাজ রয়েছে বিত্তশালীদের অনুকূলে। উচ্চশিক্ষার সুব্যবস্থা তাদের নাগালের ও সাধ্যের ভেত এমনকি লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে তারা তা সন্তানকে বিদেশের মাটিতে পড়াতে পা মেধার গাড়ি চলে না, এমন শিক্ষার্থীকে মে ঘষে পৌঁছে দিতে পারে শিক্ষার উঁচু চূড়ায়।

২০০ টাকা ...
টাকা বিতরণ করা হয়।
হিসেবে ২৪ হাজার শি
চকলেট বিতরণ করা হয়।
বাবদ ৭টি ইউনিয়নে সর্ব
হাজার টাকা, পুকুর পরিষ্কা
হাজার টাকা, ভিটা উঁচুক
পরিবারকে মোট ৫ লাখ
পানি সরবরাহের জন্য প্র
২০০ লিটার পানি বন্যাদুর্গ
ভিত্তিতে পৌঁছে দিচ্ছে।
মহিলাদের জন্য ১০ কেজি
২৫০ গ্রাম ডাল এবং
ট্যাবলেট বিতরণ করা হ
হাজার ৬০০ পরিবারের
কম্বল বিতরণ করা হয়।
জানা যায়, বন্যার্তদের সা
যাদের গরু-ছাগল মারা গে
গরু-ছাগল বিতরণ ক
পুনর্বাসনের জন্য ঋণ বি
এরই ধারাবাহিকতায় ব্র্যা
শাখাসহ ব্র্যাকের সকল
কল্যাণের জন্য ব্যাপক তৎপর

চান্দিনায় ২ যুবকের লাশ এলাকায়

প্রতিনিধি, চান্দিনা (কুমিল্লা)

গত শুক্র ও শনিবার দুই যু
উদ্ধার করেছে চান্দিনা থানা
পর এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ
সকালে উপজেলার বাড়ে
রামচন্দ্রপুর গ্রামে জতীন্দ্র নথ
হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অজ্ঞাত
লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
হত্যার পর ডোবার পানিতে
লাশ ডুবিয়ে রাখা হয়েছে
ধারণা। তার আগে শুক্রবা
এলাকায় একটি মৎস্য প্রকল্প
অবস্থায় অপর যুবকের (২
করা হয়।
চান্দিনা থানার ভারপ্রাপ্ত
মোস্তফা কামাল জানান, দু
আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। চা
পৃথক হত্যা মামলা করা হয়ে

ঠাকুরগাঁওয়ে মা ফুটবল খেলা

জেলা বার্তা পরিবেশক, ঠা

গত রোববার ঠাকুরগাঁওয়ে
খেলা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ম
ও এনজিও সেল আয়ো
প্রতিযোগিতায় সিএম আই
বিদ্যালয়কে সরকারি বালিক
১-০ গোলে পরাজিত করে
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে
প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কা
জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার
বেগম বজলুর রহমানের সহ
রাণী জেলা ক্রীড়া অফিসার
পীরগঞ্জ, এমদাদুল হক